বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা (পুনঃসংশোধিত) ২০২৫

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে গবেষণা সংক্রান্ত নীতিমালা যা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা (পুনঃসংশোধিত) ২০২৫ নামে অভিহিত হবে।

১. বাউবি'র উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি'র নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ (শিক্ষক/কর্মকর্তা) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

২. প্রতি অর্থবছরে জুলাই মাসে গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবনা আহ্বান করে বাউবি'র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

৩. **গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল, মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ** কোন গবেষক (শিক্ষক/কর্মকর্তা) একটি অর্থ বছরে মুখ্য গবেষক অথবা সহযোগী গবেষক হিসেবে সর্বোচ্চ একটি গবেষণা প্রস্তাব দাখিল করতে পারবে। বাউবিতে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপকগণ মুখ্য গবেষক হিসেবে গবেষণা প্রকল্প বরাদ্দ পাবেন না, তবে গবেষণা প্রকল্পে সহযোগী গবেষক হিসেবে থাকতে পারবেন। কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে, উপ-পরিচালকের নিচে কর্মকর্তাগণ মুখ্য গবেষক হিসেবে গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব দাখিল করতে পারবেন না। গবেষকগণ **পরিশিষ্ট-ক** তে সংযুক্ত ফরম অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করবেন। প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদকাল হবে ১ বছর (অর্থাৎ জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর)।

গবেষণা প্রস্তাবনা আহবান করার পর শিক্ষকগণ স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট গবেষণা প্রস্তাবের ০২ কপি দাখিল করবেন। কর্মকর্তাগণ গবেষণা প্রস্তাবনার বিষয়বস্তু/গবেষণা ক্ষেত্র ও পদ্ধতি যে স্কুলের সাথে সম্পর্কিত হবে সে স্কুলের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট গবেষণা প্রস্তাবের ০২ কপি বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে দাখিল করবেন। গবেষকগণ স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করার বিষয়টি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখাকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

গবেষণা প্রস্তাবনা স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করবেন। গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন করতে হবে **পরিশিষ্ট-খ** তে বর্ণিত মূল্যায়নসূচক অনুযায়ী। বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ারের কাছে গবেষণা প্রস্তাবনাটি মূল্যায়ন করার জন্য প্রেরণ করা হলে বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনাটি মূল্যায়নসূচক ছক অনুযায়ী মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রিভিউয়ার মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ না করলে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি রিভিউয়ার'কে তাগাদা পত্র প্রদান করবেন অথবা বিকল্প বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার এর কাছে গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করবেন।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি গবেষণা প্রস্তাবনা সমূহ গ্রহণ (Accept) করার বিষয়ে সুপারিশ করতে পারবেনঃ

ক) মূল্যায়নসূচক অনুযায়ী মূল্যায়নকৃত গবেষণা প্রস্তাবটি ন্যূনতম ৭৫ নম্বর পেলে গ্রহণ (Accept) করার জন্য সুপারিশ করা যাবে।

খ) একাধিক অর্থবছরে গবেষক গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত হয়ে থাকলে বর্তমান চলমান অর্থবছরের ঠিক পূর্ববর্তী অর্থবছর ব্যতীত পূর্ববর্তী সকল অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের *[স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নকৃত ও গ্রহন (Accept) করার বিষয়ে সুপারিশকৃত]* চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা না দেয়া পর্যন্ত নতুন কোন গবেষণা প্রকল্পের জন্য তাঁর আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

গ) বাউবি'র গবেষকদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গবেষণা প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত করার পর উক্ত গবেষণা দেশি/বিদেশী মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিশ করতে হবে। চলমান অর্থবছরের জন্য আবেদনকারী গবেষক যদি পূর্ববর্তী একাধিক অর্থবছরে গবেষণা অনুদানপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে সর্বশেষ অর্থবছরের প্রকল্প ব্যতীত (বর্তমান অর্থবছরের ঠিক পূর্ববর্তী অর্থবছর ব্যতীত) পূর্ববর্তী সকল গবেষণা প্রকল্পের গবেষণা ফলাফল দেশি/বিদেশী মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিশ করতে হবে। পাবলিকেশন সাপেক্ষে পরবর্তীতে তারা নতুন গবেষণা প্রকল্প দাখিল করতে পারবেন।

গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করার সময় গবেষক পূর্বের অর্থবছরে বাউবি'র গবেষণা অনুদানের আওতায় পরিচালিত গবেষণা প্রকল্পসমূহের বিবরণ ও দেশি/বিদেশী মানসম্পন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত তথ্য প্রমানকসহ প্রদান করবেন। সুপারিশ করার ক্ষেত্রে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি তথ্য ও প্রমানক সমূহ যাচাই করে দেখবেন।

ক, খ, ও গ তে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশযোগ্য গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের আলোকে সংশোধন/পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি গবেষককে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গবেষক ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা সংশোধন করবেন।

স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশযোগ্য গবেষণা প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ (Accept) করার বিষয়ে **পরিশিষ্ট-গ** তে বর্ণিত ছক অনুযায়ী সুপারিশ প্রদান করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন (মূল্যায়ন সূচক) সহ চুড়ান্ত (সংশোধিত/পরিমার্জিত) গবেষণা প্রস্তাব উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব রেজিস্ট্রার এর নিকট প্রেরণ করবেন। একইসাথে যে সকল গবেষণা প্রস্তাব গ্রহণ (Accept) করার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়নি সে সকল গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়ে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি মতামত প্রদান করবেন। সুপারিশযোগ্য নয় এমন গবেষণা প্রস্তাবগুলো গবেষণা অনুদান প্রদানের জন্য পুনঃবিবেচনা/পুনঃমূল্যায়ন করা হবে না।

স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক গ্রহণ (Accept) করার বিষয়ে সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের সুপারিশের জন্য রেজিস্ট্রার উপাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থাপন করবেন। উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অর্থ কমিটি ও বিওজিতে রিপোর্ট করার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

৪. গবেষণা অনুদান প্রাপ্ত কোন গবেষক গবেষণা প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদকাল ০১ বছর (অর্থাৎ জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর) এর মধ্যে যৌক্তিক/গ্রহণযোগ্য কোন কারণে গবেষণা সমাপ্ত করতে না পারলে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে স্কুল কমিটি এবং কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের সুপারিশের প্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি ৪ মাস করে সর্বোচ্চ ০২ বার (০৮ মাস) সময় বৃদ্ধির সুপারিশ করতে পারবে। কোন গবেষক যদি মনে করেন নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে পারবেন না তাহলে নির্ধারিত মেয়াদকাল শেষ হওয়ার **০১** মাস পূর্বে গবেষককে **পরিশিষ্ট-ঘ** তে সংযুক্ত ফরম অনুযায়ী গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করতে হবে।

৫. বাউবি'র গবেষণা অনুদান খাত হতে গবেষকদের (শিক্ষক/কর্মকর্তা) একক এবং যৌথ গবেষণা প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে। অর্থ বরাদ্দের পরিমান সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা হবে।

৬. মুখ্য গবেষক ও সহযোগী গবেষক সম্মানী পাবেন। গবেষণা প্রকল্প ২,৫০,০০০/- টাকা বা তদ্ধুর্ধ হলে মুখ্য গবেষক তাঁর এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমান ও সহযোগী গবেষক তাঁর এক মাসের মূল বেতনের অর্ধেক টাকা সম্মানী পাবেন তবে, গবেষণা প্রকল্প ২,৫০,০০০/- টাকার নিম্নে হলে মুখ্য গবেষক এবং সহযোগী গবেষক উভয়েই তাঁদের এক মাসের মূল বেতনের অর্ধেক টাকা হারে সম্মানী পাবেন। গবেষণা প্রস্তাব দাখিলের সময় প্রস্তাবে সম্মানীর পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে যা তিনি প্রাপ্য হবেন।

৭. গবেষণা প্রস্তাবনা বাউবি উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর অর্থ ছাড় করা হবে। যৌথ গবেষকের ক্ষেত্রে মুখ্য গবেষকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে।

৮. গবেষণা প্রস্তাবনা বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের পর বরাদ্দকৃত অর্থের ৬০% ১ম কিস্তি হিসেবে ছাড় করা হবে। গবেষণা সম্পন্ন করার পর গবেষকের চুড়ান্ত গবেষণা রিপোর্ট গ্রহণ করার বিষয়ে স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ/মতামত বাউবি'র উচ্চশিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি'র অনুমোদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাকি ৪০% অর্থ ছাড় করা হবে।

৯. **গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি ও রিভিউয়ার এর সম্মানী:** গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব ও রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য স্ব স্ব স্কুলের স্কুল কমিটি কর্তৃক 'গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি' নামে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হবে কমিটির মেয়াদকাল হবে ৩ বছর। এ কমিটির সভাপতি হবেন ডিন/তাঁর মনোনীত সহযোগী অধ্যাপকের নীচে নয় এমন একজন শিক্ষক। কমিটির ০৩ সদস্যের মধ্যে ০২ জন হবে স্কুলের অভ্যন্তরীন সদস্য ও ০১ জন বহিঃসদস্য। বহিঃসদস্যগণ বাউবি'র অন্য স্কুল বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও হতে পারে।

গবেষণা প্রস্তাবনা ও রিপোর্ট স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়ন করবে। কমিটিতে বিষয়ভিত্তিক এক্সপার্ট না থাকলে গবেষণা প্রস্তাবনা ও রিপোর্ট বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার এর কাছে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করবেন। গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ প্রতি সভায় জনপ্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন। গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাব ও রিপোর্ট রিভিউ করার জন্য রিভিউয়ারগণ ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন।

স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সম্মানী ও গবেষণা প্রস্তাব রিভিউ করার সম্মানী বাউবি'র গবেষণা খাত হতে নির্বাহ করা হবে। গবেষণা রিপোর্ট মূল্যায়ন এর ক্ষেত্রে রিভিউয়ার এর সম্মানী গবেষক প্রদান করবেন।

১০. **খসড়া গবেষণা রিপোর্ট দাখিল, সেমিনার প্রদান, মূল্যায়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ** শিক্ষকগণ গবেষণা সম্পন্ন করে খসড়া (Draft) গবেষণা প্রতিবেদন এর ০২ কপি স্ব স্ব স্কুলের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট দাখিল করবেন। গবেষক একজন কর্মকর্তা হলে যে স্কুল গবেষণা প্রস্তাবটি মূল্যায়ন করেছে সে স্কুলের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট গবেষক গবেষণা সম্পন্ন করে খসড়া (Draft) গবেষণা প্রতিবেদন এর ০২ কপি দাখিল করবেন। খসড়া (Draft) গবেষণা প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি গবেষকগণ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখাকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করবেন।

স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি গবেষকদের দাখিলকৃত খসড়া প্রতিবেদনের উপর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সেমিনার আয়োজন করবে। সেমিনারে সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক, বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার/এক্সপার্ট ও স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সদস্যগণ উপস্থিত থাকবেন। সেমিনারে প্রদত্ত মতামতের আলোকে গবেষকগণ খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট দাখিল করতে পারবেন।

সেমিনার প্রদানের পর গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার এর নিকট মূল্যায়ন করার জন্য প্রেরণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার **পরিশিষ্ট-ঙ** তে বর্ণিত মূল্যায়ন ছক অনুযায়ী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট স্কুলের গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির নিকট মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে রিভিউয়ার মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ না করলে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি রিভিউয়ার'কে তাগাদা পত্র প্রদান করবেন অথবা বিকল্প বিষয়ভিত্তিক রিভিউয়ার এর কাছে গবেষণা রিপোর্ট মূল্যায়নের জন্য প্রেরণ করবেন। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের আলোকে ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা রিপোর্ট সংশোধন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি গবেষককে প্রদান করবেন। সংশোধনের ক্ষেত্রে গবেষক রিভিউয়ার এর সাথে আলোচনা করতে পারবেন। গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গবেষক ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে গবেষণা রিপোর্টটি সংশোধন করে (০২ কপি) গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট গবেষকের চূড়ান্ত (সংশোধিত) গবেষণা রিপোর্ট গ্রহন (Accept) করার বিষয়ে **পরিশিষ্ট-চ** তে বর্ণিত ছক অনুযায়ী গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি সুপারিশ/মতামত প্রদান করে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে মূল্যায়ন প্রতিবেদন সহ চূড়ান্ত গবেষণা রিপোর্ট এর ০১ কপি উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব রেজিস্ট্রার এর নিকট প্রেরণ করবেন ও ০১ কপি স্কুল গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট সংরক্ষিত থাকবে। রেজিস্ট্রার চূড়ান্ত (সংশোধিত) গবেষণা রিপোর্ট এর বিষয়ে স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ/মতামত উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

১১. গবেষণা প্রস্তাবনায় গবেষণা পরিচালনার স্থান, অনুঃসৃত পদ্ধতি, জনবল, সংশ্লিষ্টদের সম্মানী ও অন্যান্য ব্যয় বিবরণী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। গবেষক তাঁর গবেষণার ধরণ, পদ্ধতি ও কাজের পরিধি অনুযায়ী নিম্নোক্ত খাতওয়ারী ব্যয়ের যৌক্তিক হার নির্ধারণ করতে পারবেন।

(ক) সম্মানীঃ
- সম্মানী/পারিতোষিক (মুখ্য গবেষক ও সহযোগী গবেষক এর সম্মানী ধারা ০৬ অনুযায়ী হবে);
- প্রশ্নপত্র প্রনয়ন/প্রনীত প্রশ্ন মূল্যায়নে এক্সপার্টদের সম্মানী;
- গবেষণা সহকারী/ল্যাব সহকারী অর্থাৎ তথ্য উপাত্ত এন্টি প্রদান, তথ্য বিশ্লেষণ, রিপোর্ট কম্পোজ/এডিটিং ও প্রুফ রিডিং কাজে সহায়তাকারীদের সম্মানী/পারিশ্রমিক;
- খসড়া গবেষণা রিপোর্ট মূল্যায়নকারীর সম্মানী;
- মজুরী (মাঠ শ্রমিক/শ্রমিক);

(খ) ডাটা কালেকশন ও সার্ভেঃ

- উপাত্ত সংগ্রহকারীর পারিশ্রামিক ও যাতায়াত খরচ, উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ক্রয়;

(গ) সভা ও সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত ব্যয়ঃ

- গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা/আলোচনা/এফজিডি/গবেষণা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সেমিনার/গবেষণা প্রতিবেদন এর উপর সেমিনার আয়োজন সংক্রান্ত ব্যয়; সভা/আলোচনা/সেমিনার/এফজিডি'তে অংশগ্রহণকারী আলোচকবৃন্দের সম্মানী/ভাতা, আপ্যায়ন খরচ;

(ঘ) গবেষণা প্রবন্ধ, জার্নাল ও বই ক্রয়;

(ঙ) উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ব্যয়;

(চ) ভ্রমণ ব্যয়;

(ছ) প্রশ্নপত্র মুদ্রণ, খসড়া ও চুড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ, ফটোকপি, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়;

(জ) স্টেশনারী ও গবেষণা কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবিধ সামগ্রী ক্রয়।

১২. প্রত্যেক গবেষক **পরিশিষ্ট-ছ** তে বর্ণিত গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাযথভাবে পূরণ করে ৬ (ছয়) মাস অন্তর অগ্রগতি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট স্কুল/বিভাগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখায় জমা দিবেন।

১৩. মুখ্য গবেষক বরাদ্দকৃত অর্থের বিল, ভাউচার ও ক্যাশমেমো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং বাউবি'র অর্থ ও হিসাব বিভাগে গবেষণা কাজ শেষে জমা দিবেন।

১৪. গবেষণা প্রকল্পে যদি কোন যন্ত্রপাতি/উপকরণ ক্রয় করা হয় (যা পরবর্তীতে ব্যবহারযোগ্য) তা প্রকল্প শেষে সংশ্লিষ্ট স্কুল/বিভাগে জমা দিতে হবে যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।

১৫. গবেষণা রিপোর্ট গ্রহণ করার বিষয়ে স্কুল ভিত্তিক গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি'র সুপারিশ/মতামত উচ্চ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি অনুমোদনের সুপারিশ করলে গবেষকগণ চুড়ান্ত অনুমোদিত/গৃহীত গবেষণা প্রতিবেদন (প্রিন্ট কপি) স্ব-স্ব স্কুলের মাধ্যমে বাউবি'র প্রশিক্ষণ ও গবেষণা শাখায় ১ (এক) কপি, লাইব্রেরিতে ২(দুই) কপি, প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলে ১ (এক) কপি সংরক্ষিত থাকবে। চুড়ান্ত গৃহীত গবেষণা রিপোর্ট গবেষক কম্পিউটার বিভাগের মাধ্যমে বাউবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করবেন।

১৬. সম্পাদিত গবেষণা প্রকল্পের উপর কোন প্রবন্ধ (Article)/বই প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট প্রকাশনায় বাউবি'র অর্থায়নে গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে।

১৭. কোন গবেষক গবেষণা অনুদান পাওয়ার পর যৌক্তিক কারণ ব্যতীত মঞ্জুরী গ্রহণে অপারগতা অথবা গবেষণা প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের পর কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করলে পরবর্তী ২ (দুই) বছর তার আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

১৮. গবেষণা প্রকল্পের অর্থ গ্রহণের পর নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে গবেষণা কার্যক্রম সমাপ্ত করে গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা মূল্যায়ন কমিটির নিকট জমা না দিলে বা অসমাপ্ত রেখে বিদেশ চলে গেলে কিংবা অপারগ হলে বরাদ্দের সমুদয় অর্থ গবেষক বাউবি'র অর্থ ও হিসাব বিভাগে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন।

১৯. Turnitin বা এই জাতীয় অন্য কোন Software ব্যবহার করে গবেষণা মূল্যায়ন কমিটি গবেষণার মৌলিকত্ব বা বিশুদ্ধতা যাচাই করবে। এই ক্ষেত্রে সমরূপতার গ্রহণযোগ্য সীমা (Acceptance Level of Similarity Index) হবে সর্বোচ্চ ২৫%।

২০. দাখিলকৃত গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে গবেষকের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর হলে গবেষণা প্রকল্পটি অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচেনা করা হবে না।